মুক্তিযুদ্ধের চেতনা: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ

আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে, আমাদের জাতীয়তাবাদ, মানব মুক্তির ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। আমরা মনে করি আমাদের সমস্ত উন্নয়ন প্রয়াস এবং উন্নয়ন কৌশলের মূলমন্ত্র হওয়া উচিৎ এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। কিন্তু কী এই চেতনা?

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একটি সংজ্ঞা পাওয়া যায় ২০১৮ সালের ৮ অক্টোবর প্রকাশিত ২০১৮ সালের ৪৬ নং আইন 'ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন, বিচার ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন'- এ। এর প্রথম অধ্যায়ের সংজ্ঞা অংশের অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' অর্থ যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ'।

মুক্তিযুদ্ধের এই চেতনাগুলোই আমাদের রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি। সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

জাতীয়তাবাদ: জাতীয়তাবাদ বিষয়ে সংবিধানে বলা হয়েছে , 'ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশের গুপরিষদের অধিবেশনে দেওয়ংা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ থেকে। সেখানে তিনি বলেন, জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো ছিল চরম মরণ-সংগ্রামে। জাতীয়তাবাদ না হলে কোন জাতি এগিয়ে যেতে পারে না।' তিনি আরও বলেন, জাতীয়তাবাদের অনেক সংজ্ঞা আছে। অনেক ঋষি, অনেক মনীষী, অনেক বুদ্ধিজীবী, অনেক শিক্ষাবিদ এ সম্পর্কে অনেক রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। সুতরাং, এ সম্বন্ধে আমি আর নতুন সংজ্ঞা না-ই দিলাম। আমি শুধু বলতে পারি, আমি বাংলাদেশের মানুষ, আমি একটা জাতি।' জাতির জনক সেদিন বলেন, ভাষাই বলুন, শিক্ষাই বলুন, সভ্যতাই বলুন, আর কৃষ্টিই বলুন, সকল কিছুর সঙ্গে একটা জিনিস রয়েছে। সেটা হলো অনুভূতি। এই অনুভূতি যদি না থাকে, তাহলে কোন জাতি বড় হতে পারে না। এবং জাতীয়তাবাদ আসতে পারে না।' তিনি বলেন, জাতীয়তাবাদ নির্ভর করে অনুভূতির উপর। সে জন্য আজ বাঙালি জাতি যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে আমরা স্বাধীনতা নিয়েছি, যার উপর ভিত্তি করে আমরা সংগ্রাম করেছি, সেই অনুভূতি আছে বলেই আজকে আমি বাঙালি, আমার বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

> **আমি বাংলাদেশের মানুষ, আমি একটা জাতি**
>
> জাতীয়তাবাদ নির্ভর করে অনুভূতির উপর। সে জন্য আজ বাঙালি জাতি যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে আমরা স্বাধীনতা নিয়েছি, যার উপর ভিত্তি করে আমরা সংগ্রাম করেছি, সেই অনুভূতি আছে বলেই
>
> **আজকে আমি বাঙালি, আমার বাঙালি জাতীয়তাবাদ।**

সমাজতন্ত্রঃ সমাজতন্ত্র ও শোষনমুক্তি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটি অন্যতম চেতনা, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূলভিত্তি। এই বিষয়ে আমাদের সংবিধানে বলা হয়েছে, 'মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। উপরেল্লিখিত ভাষণটিতে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি।' তিনি বলেন, আমাদের সমাজতন্ত্রের মানে শোষণহীন সমাজ।

গণতন্ত্রঃ গণতন্ত্র বিষয়ে আমাদের সংবিধানে বলা হয়েছে যে, 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে।' জাতির জনক গণতন্ত্র সম্বন্ধে বলেছেন, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র, যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে। আগেও আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র যে সব দেশে চলেছে দেখা যায়, সে সব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সেই গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র।'

ধর্মনিরপেক্ষতাঃ ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মূলনীতি হিসেবে উল্লেখ করে আমাদের সংবিধানে বলা হয়েছে যে, 'ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য (ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, (ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে।

ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ে গণপরিষদের ঐ ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবও না।' তিনি বলেন, 'মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারও নাই। হিন্দু তাদের ধর্ম পালন করবে, কারও বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের কেউ বাধাদান করতে পারবে না। খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানি, ধর্মের নামে অত্যাচার, ধর্মের নামে খুন, ধর্মের নামে ব্যভিচার এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলছে।' জাতির জনক বলেন, ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না।

সমাজতন্ত্রের মানে শোষণহীন সমাজ।

আগেও আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র যে সব দেশে চলেছে দেখা যায়, সে সব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সেই গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র।'

গণপরিষদে ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধু

আমরা মনে করি, মুক্তিযুদ্ধের এই মহান চেতনা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিসমূহ এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ বা সুশীল সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

BDCSO PROCESS

জাতীয় সচিবালয়
বাড়ি ১৩, সড়ক ২, শ্যামলী,
ঢাকা ১২০৭